নবম অধ্যায়

মা যশোদার রজ্জুর দ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন

মা যশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখেন যে, উনুনে ফুটন্ত দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছে। দাসীরা গৃহের অন্যান্য কাজে তখন ব্যস্ত ছিল বলে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে, সেই ফুটন্ত দুধের পাত্রটি উনুন থেকে নামাবার জন্য ছুটে যান। কৃষ্ণ তাঁর মায়ের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দধিভাণ্ড ভঙ্গ করার এক উপায় উদ্ভাবন করেন। এইভাবে উৎপাত করার ফলে মা যশোদা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে মনস্থ করেন। এই সমস্ত লীলা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

একদিন দাসীরা যখন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিল, তখন মা যশোদা স্বয়ং দধিমন্থন করছিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে তাঁর স্তন্যপান করতে চাইলে, তিনি তাঁকে স্তন্যপান করতে দেন। এইভাবে মা যশোদা যখন শ্রীকৃষ্ণকে স্তনদুধ পান করাচ্ছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, চুলায় ফুটন্ত দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছে এবং তাই তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করানো বন্ধ করে, সেই ফুটন্ত দুধ রক্ষা করতে যান। এইভাবে মায়ের স্তনদুগ্ধ পানে ব্যাহত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি একটি পাথর দিয়ে দধিমন্থন পাত্রটি ভেঙ্গে ফেলেন এবং ঘরে প্রবেশ করে সদ্যমথিত মাখন খেতে থাকেন। উনুন থেকে ফুটন্ত দুধ নামিয়ে ঘরে ফিরে এসে, মা যশোদা ভগ্ন পাত্রটি দেখতে পান এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, সেটি কৃষ্ণের কার্য এবং তাই তিনি কৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে থাকেন। ঘরে ঢুকে তিনি দেখেন যে, কৃষ্ণ একটি উদূখলের উপর দাঁড়িয়ে শিকা থেকে মাখন চুরি করে বানরদের তা বিতরণ করছেন। তাঁর মাকে আসতে দেখা মাত্রই কৃষ্ণ সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যান, এবং মা যশোদা তাঁর পিছন পিছন ধাবিত হন। কিছুদূর যাবার পর মা যশোদা কৃষ্ণকে ধরে ফেলেন, এবং কৃষ্ণ তখন তাঁর অপরাধের জন্য কাঁদতে থাকেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে ভয় দেখিয়ে ভৎর্সনা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে উদ্যত হন। কিন্তু যে দড়িটি দিয়ে তিনি বাঁধছিলেন, তা দুই আঙ্গুল কম পড়ায় তাতে আরেক গাছি রজ্জু যোগ করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও রজ্জু দুই আঙ্গুল কম পড়ল। এইভাবে যতবার তিনি বন্ধন করতে যান, ততবারই রজ্জু

কম পড়তে লাগল। অবশেষে তাঁর মাকে পরিশ্রান্ত দেখে, ভক্তবৎসল ভগবান কৃপা করে স্বয়ং বন্ধনগ্রস্ত হলেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে এইভাবে বেঁধে গৃহকাজে ব্যস্ত হয়েছিলেন। কৃষ্ণ তখন দুটি যমলার্জুন বৃক্ষ দেখতে পান। সেই দুটি বৃক্ষ প্রকৃতপক্ষে ছিল কুবেরের দুই অভিশপ্ত পুত্র নলকূবর এবং মণিগ্রীব। নারদ মুনির বাসনা পূর্ণ করার জন্য কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক সেই বৃক্ষ দুটির দিকে এগোতে লাগলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী ।
কর্মান্তরনিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং দধি ॥ ১ ॥
যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ ।
দধিনির্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত ॥ ২ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—একদিন; **গৃহ-দাসীষু**—যখন গৃহের দাসীরা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল; **যশোদা**—মা যশোদা; **নন্দ-গেহিনী**—নন্দ মহারাজের মহিষী; **কর্ম-অন্তর**—গৃহের অন্যান্য কার্যে; **নিযুক্তাসু**—নিযুক্ত হয়ে; **নির্মমন্থ**—মন্থন করেছিলেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **দধি**—দই; **যানি**—যে; **যানি**—যে; **ইহ**—এই সম্পর্কে; **গীতানি**—গীত; **তৎ-বাল-চরিতানি**—যাতে তাঁর শিশুর কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে; **চ**—এবং; **দধি-নির্মন্থনে**—দধি মন্থন করার সময়; **কালে**—সেই সময়; **স্মরন্তী**—স্মরণ করে; **তানি**—সেই সমস্ত গীত; **অগায়ত**—গান করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—একদিন গৃহের সমস্ত পরিচারিকারা যখন অন্যান্য কাজে ব্যস্ত ছিল, তখন মা যশোদা স্বয়ং দধি মন্থন করতে শুরু করেছিলেন। দধি মন্থন করার সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণপূর্বক তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করে গান করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীল সনাতন গোস্বামীর *বৈষ্ণবতোষণী* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের দধিভাণ্ড ভঙ্গ এবং মা যশোদা কর্তৃক রজ্জুবন্ধন লীলা

দীপাবলী বা দীপমালিকার দিন হয়েছিল। ভারতবর্ষে আজও এই উৎসবটি কার্তিক মাসে আতশবাজি এবং দীপমালা সহকারে মহা আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়, বিশেষ করে মুম্বাইতে। এখানে বুঝতে হবে যে, নন্দ মহারাজের সমস্ত গাভীর মধ্যে মা যশোদা কয়েকটি গাভীকে এত সুগন্ধি ঘাস খাওয়াতেন, যার ফলে তাদের দুধও আপনা থেকেই সুগন্ধি হত। মা যশোদা এই সমস্ত গাভীর দুধ সংগ্রহ করে, তা দিয়ে দধি বানিয়ে স্বয়ং সেই দধি মন্থন করে মাখন তুলতেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, গৃহের সাধারণ দুধ এবং দই থেকে উৎপন্ন মাখন কৃষ্ণের ভাল না লাগায়, তিনি প্রতিবেশী গোপ এবং গোপীদের গৃহ থেকে মাখন চুরি করতেন।

দধি মন্থন করার সময় মা যশোদা কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক গীত গান করছিলেন। পূর্বে প্রথা ছিল, কেউ যখন কোন কিছু স্মরণ রাখতে চাইতেন, তখন তা কবিতার আকারে রূপ দিতেন অথবা পেশাদারি কবিদের দ্বারা তা রচনা করাতেন। মনে হয় যে, মা যশোদা কৃষ্ণের কার্যকলাপ কখনই ভুলে যেতে চাননি, তাই তিনি পূতনা বধ, অঘাসুর বধ, শকটাসুর বধ, তৃণাবর্তাসুর বধ আদি কৃষ্ণের বাল্যলীলা-সমূহ ছন্দোবদ্ধ করে কবিতার আকারে রূপ দিয়েছিলেন এবং দধিমন্থন করার সময় তিনি তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপ স্মরণ করে গান করতেন। যাঁরা দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত থাকতে চান, তাঁদের পক্ষে এই অভ্যাসটি আয়ত্ত করা কর্তব্য। এই ঘটনা বর্ণনা করে, মা যশোদা কিভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ছিলেন। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হতে হলে এই প্রকার ব্যক্তিদের অনুসরণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ৩

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পং চ সুভ্রূঃ ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ
স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্মমন্থ ॥ ৩ ॥

ক্ষৌমম্—কেশর এবং পীতবর্ণের মিশ্রণ; **বাসঃ**—মা যশোদার শাড়ি; **পৃথু-কটি-তটে**—তাঁর বিশাল নিতম্বদেশ বেষ্টন করে; **বিভ্রতী**—দোদুল্যমান; **সূত্র-নদ্ধম্**—কোমরবন্ধ; **পুত্র-স্নেহ-স্নুত**—পুত্রস্নেহবশত দুগ্ধের দ্বারা সিক্ত হয়েছিল; **কুচ-যুগম্**—পয়োধরযুগল; **জাত-কম্পম্ চ**—সুন্দরভাবে কম্পিত হওয়ার ফলে; **সু-ভ্রূঃ**—অতি সুন্দর ভ্রূ সমন্বিতা; **রজ্জু-আকর্ষ**—দধিমন্থন দণ্ডের রজ্জু আকর্ষণ করার ফলে;

শ্রম—পরিশ্রমের ফলে; **ভুজ**—তাঁর হাতে; **চলৎ-কঙ্কণৌ**—কঙ্কণদ্বয় কম্পিত হয়েছিল; **কুণ্ডলে**—কুণ্ডল যুগলে; **চ**—ও; **স্বিন্নম্**—ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছিল; **বক্ত্রম্**—তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল; **কবর-বিগলৎ-মালতী**—তাঁর কবরী থেকে মালতী ফুল ঝরে পড়ছিল; **নির্মমন্থ**—এইভাবে মা যশোদা দধিমন্থন করছিলেন।

অনুবাদ

যশোদাদেবী কেশর-পীত বর্ণের শাড়ি পরিধান করে, তাঁর বিশাল নিতম্বদেশে কোমরবন্ধ বেঁধে দধিমন্থন দণ্ডের রজ্জু আকর্ষণ করছিলেন। তখন তাঁর হাতের কঙ্কণ ও কানের কুণ্ডল দোদুল্যমান ও শব্দায়মান হয়েছিল এবং তাঁর সর্বাঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল। পুত্রস্নেহে তাঁর স্তনযুগল দুধের দ্বারা সিক্ত হয়েছিল। তাঁর সুন্দর ভ্রূযুগল সমন্বিত মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়েছিল এবং তাঁর কবরী থেকে মালতী ফুল ঝরে পড়ছিল।

তাৎপর্য

যাঁরা বাৎসল্য রসে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হতে ইচ্ছুক, তাঁদের কর্তব্য মা যশোদার রূপের চিন্তা করা। মা যশোদা হওয়ার কামনা করা উচিত নয়, কারণ তা হচ্ছে মায়াবাদ। আমাদের কর্তব্য বাৎসল্য অথবা মাধুর্য-রসে, কিংবা সখ্য অথবা দাস্যরসে—যে কোন ভাবে—বৃন্দাবনবাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কখনই তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাই এখানে এই বর্ণনাটি দেওয়া হয়েছে। উন্নত ভক্তরা এই বর্ণনা স্মরণ করে সর্বদা মা যশোদার রূপের কথা চিন্তা করেন—কিভাবে তিনি শাড়ি পরেছিলেন, কিভাবে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছিলেন, কিভাবে সুন্দর ফুলের দ্বারা তাঁর কবরী অলঙ্কৃত ছিল, ইত্যাদি। কৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহ পরায়ণা মা যশোদার এই বর্ণনাটি স্মরণ করে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৪

তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্ ॥ ৪ ॥

তাম্—মা যশোদাকে; **স্তন্য-কামঃ**—স্তন্যপান অভিলাষী কৃষ্ণ; **আসাদ্য**—তাঁর কাছে এসে; **মথ্নন্তীম্**—তিনি যখন দধি মন্থন করছিলেন; **জননীম্**—মাতাকে; **হরিঃ**—

শ্রীকৃষ্ণ; গৃহীত্বা—ধরে; **দধি-মন্থানম্**—মন্থনদণ্ড; **ন্যষেধৎ**—নিষেধ করেছিলেন; **প্রীতিম্ আবহন্**—প্রীতি উৎপাদন করে।

অনুবাদ

মা যশোদা যখন দধিমন্থন করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্তনদুগ্ধ পান করার অভিলাষী হয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর আনন্দ উৎপাদন করার জন্য মন্থনদণ্ড ধারণ করে তাঁর দধিমন্থন কার্যে বাধা দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ঘরের ভিতর ঘুমিয়ে ছিলেন, এবং ঘুম থেকে ওঠামাত্র তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে তাঁর মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁকে দধিমন্থন কার্য থেকে বিরত করে তাঁর স্তন্যপান করার জন্য তিনি মন্থনদণ্ড ধারণ করে তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৫

তমঙ্কমারূঢ়মপায়য়ৎ স্তনং
স্নেহস্নুতং সস্মিতমীক্ষতী মুখম্ ।
অতৃপ্তমুৎসৃজ্য জবেন সা যযা-
বুৎসিচ্যমানে পয়সি ত্বধিশ্রিতে ॥ ৫ ॥

তম্—কৃষ্ণকে; **অঙ্কম্ আরূঢ়ম্**—স্নেহভরে তাঁর কোলে তুলে নিয়ে; **অপায়য়ৎ**—পান করিয়েছিলেন; **স্তনম্**—তাঁর স্তন; **স্নেহ-স্নুতম্**—গভীর স্নেহবশত ক্ষরিত দুগ্ধ; **স স্মিতম্ ঈক্ষতী মুখম্**—স্মিত হেসে মা যশোদা কৃষ্ণের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন করছিলেন; **অতৃপ্তম্**—মায়ের দুধ পান করা সত্ত্বেও অতৃপ্ত কৃষ্ণ; **উৎসৃজ্য**—তাঁকে পাশে সরিয়ে রেখে; **জবেন**—দ্রুতবেগে; **সা**—মা যশোদা; **যযৌ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **উৎসিচ্যমানে পয়সি**—দুধ উথলে পড়ে যেতে দেখে; **তু**—কিন্তু; **অধিশ্রিতে**—চুলার উপরে রাখা দুধের পাত্র।

অনুবাদ

মা যশোদা তখন কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর স্তনদুগ্ধ পান করতে দিয়ে স্মিত হেসে তাঁর মুখমণ্ডল দর্শন করছিলেন। গভীর স্নেহে আপনা থেকেই তাঁর

স্তন থেকে দুধ ক্ষরিত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি যখন দেখেছিলেন যে, চুলার উপরে রাখা দুধের পাত্র থেকে দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি দুগ্ধপানে অতৃপ্ত তাঁর পুত্রকে পরিত্যাগ করে দ্রুতবেগে প্রস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

মা যশোদার গৃহস্থালির সব কিছুই ছিল কৃষ্ণের জন্য। কৃষ্ণ যদিও মা যশোদার স্তনদুগ্ধ পান করছিলেন, কিন্তু মা যশোদা যখন দেখলেন যে, রান্নাঘরে ফুটন্ত দুধ পাত্র থেকে উথলে পড়ে যাচ্ছে, তখন তা সামলাবার জন্য তিনি তাঁর পুত্রকে ত্যাগ করে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁর স্তনদুগ্ধ পানে পূর্ণরূপে তৃপ্ত না হওয়ার ফলে, কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কখনও কখনও মানুষকে একই সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য দেখতে হয়। তাই মা যশোদার তাঁর পুত্রকে ত্যাগ করে দুধ সামলাতে যাওয়া অনুচিত হয়নি। প্রেমের স্তরে ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে একটি কাজ নিষ্পন্ন করে, তারপর অন্য কার্য করা। যেভাবে তা করা কর্তব্য, সেই সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

(*ভগবদ্গীতা* ১০/১০)

কৃষ্ণভক্তিতে সব কিছুই সক্রিয়। চিন্ময় স্তরে ভক্তের প্রথমে কি করা উচিত এবং তার পরে কি করা উচিত, সেই সম্বন্ধে কৃষ্ণ তাঁকে পরিচালিত করেন।

শ্লোক ৬

সঞ্জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং
সন্দশ্য দদ্ভির্দধিমন্থভাজনম্ ।
ভিত্ত্বা মৃষাশ্রুর্দৃষদশ্মনা রহো
জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ ॥ ৬ ॥

সঞ্জাত-কোপঃ—এইভাবে কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **স্ফুরিত-অরুণ-অধরম্**—তাঁর অরুণবর্ণ স্ফীত ওষ্ঠাধর; **সন্দশ্য**—দংশন করে; **দদ্ভিঃ**—দাঁতের দ্বারা; **দধি-মন্থ-ভাজনম্**—দধিমন্থনের পাত্র; **ভিত্ত্বা**—ভেঙ্গে; **মৃষা-অশ্রুঃ**—কপট অশ্রু; **দৃষৎ-**

অশ্মনা—প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা; **রহঃ**—নির্জন স্থানে; **জঘাস**—খেতে শুরু করেছিলেন; **হৈয়ঙ্গবম্**—সদ্যপ্রস্তুত ননী; **অন্তরম্**—ঘরের ভিতর; **গতঃ**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর অরুণবর্ণ ওষ্ঠদেশে দাঁত দিয়ে দংশনপূর্বক, কপট অশ্রুপাত করে একটি পাথরের টুকরো দিয়ে দধিমন্থনের পাত্র ভেঙ্গেছিলেন। তারপর তিনি ঘরের ভিতর গিয়ে নির্জনে সদ্যমথিত ননী খেতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

শিশু যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে কপট অশ্রুবিসর্জন করে কাঁদতে থাকে। কৃষ্ণও তাই করেছিলেন, এবং তাঁর অরুণবর্ণ অধর দাঁত দিয়ে দংশন করে একটি পাথরের দ্বারা দধিমন্থনের পাত্র ভেঙ্গে ফেলেছিলেন এবং তারপর ঘরে গিয়ে সদ্যমথিত ননী খেতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৭

উত্তার্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ
প্রবিশ্য সংদৃশ্য চ দধ্যমত্রকম্ ।
ভগ্নং বিলোক্য স্বসুতস্য কর্ম ত-
জ্জহাস তং চাপি ন তত্র পশ্যতী ॥ ৭ ॥

উত্তার্য—চুলা থেকে নামিয়ে রেখে; **গোপী**—মা যশোদা; **সু-শৃতম্**—অতি উষ্ণ; **পয়ঃ**—দুধ; **পুনঃ**—পুনরায়; **প্রবিশ্য**—মন্থনস্থানে প্রবেশ করে; **সংদৃশ্য**—দেখে; **চ**—ও; **দধি-অমত্রকম্**—দধিভাণ্ড; **ভগ্নম্**—ভগ্ন; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **স্ব-সুতস্য**—তাঁর পুত্রের; **কর্ম**—কার্য; **তৎ**—তা; **জহাস**—হেসেছিলেন; **তম্ চ**—কৃষ্ণও; **অপি**—সেই সময়; **ন**—না; **তত্র**—সেখানে; **পশ্যতী**—দেখতে পেয়ে।

অনুবাদ

মা যশোদা চুলা থেকে গরম দুধ নামিয়ে রেখে, দধিমন্থন স্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, দধিভাণ্ড ভগ্ন হয়েছে এবং সেখানে কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেটি কৃষ্ণেরই কার্য।

তাৎপর্য

ভাঙ্গা পাত্র এবং কৃষ্ণের অনুপস্থিতি দেখে মা যশোদা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষ্ণই সেই পাত্রটি ভেঙ্গেছে। সেই সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না।

শ্লোক ৮

উলূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং
মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্ ।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্যবিশঙ্কিতেক্ষণং
নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ ॥ ৮ ॥

উলূখল-অঙ্ঘ্রেঃ—উল্টে রাখা উদূখলের; **উপরি**—উপরে; **ব্যবস্থিতম্**—কৃষ্ণ বসেছিলেন; **মর্কায়**—একটি বানরকে; **কামম্**—তাঁর ইচ্ছা অনুসারে; **দদতম্**—দান করে; **শিচি স্থিতম্**—শিকায় ঝুলিয়ে রাখা ননীর ভাণ্ডে; **হৈয়ঙ্গবম্**—ননী এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য; **চৌর্য-বিশঙ্কিত**—চুরি করার ফলে শঙ্কিত; **ঈক্ষণম্**—যাঁর নয়ন; **নিরীক্ষ্য**—সেই সমস্ত কার্যকলাপ দর্শন করে; **পশ্চাৎ**—পিছন থেকে; **সুতম্**—তাঁর পুত্র; **আগমৎ**—তিনি এসেছিলেন; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে, সাবধানতা সহকারে।

অনুবাদ

কৃষ্ণ তখন উল্টাভাবে রাখা একটি উদূখলের উপর বসে তাঁর ইচ্ছামতো দই, ননী আদি দুগ্ধজাত দ্রব্য বানরদের বিতরণ করছিলেন। চুরি করার ফলে তাঁর মা তাঁকে তিরস্কার করতে পারেন বলে মনে করে, শঙ্কিতভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করছিলেন। মা যশোদা তখন তাঁকে এই অবস্থায় দেখে ধীরে ধীরে তাঁর পিছনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের ননীমাখা পায়ের ছাপ অনুসরণ করে মা যশোদা কৃষ্ণকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, কৃষ্ণ ননী চুরি করছে এবং তাই তিনি তখন হাসছিলেন। ইতিমধ্যে কাকেরাও ঘরে প্রবেশ করেছিল কিন্তু ভয় পেয়ে তারা বেরিয়ে আসে। এইভাবে মা যশোদা ননী চুরি করার ফলে শঙ্কিতভাবে ইতস্তত দর্শনকারী কৃষ্ণকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বর-
স্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ ।
গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং
ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ ॥ ৯ ॥

তাম্—মা যশোদাকে; **আত্ত-যষ্টিম্**—লাঠি হাতে; **প্রসমীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সত্বরঃ**—দ্রুতবেগে; **ততঃ**—সেখান থেকে; **অবরুহ্য**—অবতরণ করে; **অপসসার**—পলায়ন করেছিলেন; **ভীতবৎ**—যেন অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে; **গোপী**—মা যশোদা; **অন্বধাবৎ**—তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন; **ন**—না; **যম্**—যাঁকে; **আপ**—প্রাপ্ত হতে অসমর্থ; **যোগিনাম্**—যোগীদের; **ক্ষমম্**—যারা তাঁকে পেতে পারে; **প্রবেষ্টুম্**—ব্রহ্মজ্যোতি অথবা পরমাত্মায় লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **ঈরিতম্**—সেই উদ্দেশ্য সাধনে যত্নশীল; **মনঃ**—ধ্যানের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর মাকে ছড়ি হাতে সেখানে উপস্থিত দেখলেন, তখন তিনি দ্রুতবেগে উদূখলের উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে পলায়ন করেছিলেন, যেন তিনি অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছেন। যাঁকে যোগীরা কঠোর তপস্যার বলে পরমাত্মারূপে তাঁর ধ্যান করার দ্বারা ব্রহ্মে লীন হওয়ার চেষ্টা করেও তাঁকে প্রাপ্ত হয় না, মা যশোদা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে তাঁকে ধরার জন্য তাঁর পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যোগীরা কৃষ্ণকে পরমাত্মারূপে ধরতে চায়, এবং কঠোর তপস্যার দ্বারা তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করেও তাঁরা সফল হয় না। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, মা যশোদা কৃষ্ণকে ধরে ফেলবেন সেই ভয়ে কৃষ্ণ ছুটে পালাচ্ছেন। এটি ভক্ত এবং যোগীর পার্থক্য নিরূপণ করে। যোগীরা কৃষ্ণকে পায় না, কিন্তু মা যশোদার মতো শুদ্ধ ভক্তের কাছে কৃষ্ণ ইতিমধ্যেই ধরা পড়ে গেছেন। এমন কি কৃষ্ণ মা যশোদার হাতের ছড়ির ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। সেই কথা কুন্তিদেবী তাঁর প্রার্থনায় উল্লেখ করেছেন—*ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৮/৩১)। শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার ভয়ে ভীত, আর যোগীরা কৃষ্ণের ভয়ে ভীত। যোগীরা জ্ঞানযোগ এবং অন্যান্য

যোগের পন্থার দ্বারা কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হতে চেষ্টা করে, কিন্তু তারা সফল হয় না। কিন্তু মা যশোদা যদিও ছিলেন একজন স্ত্রীলোক, তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভয়ে ভীত, যে কথা এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১০

অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চল-
শ্ছ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা ।
জবেন বিস্রংসিতকেশবন্ধন-
চ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ পরামৃশৎ ॥ ১০ ॥

অন্বঞ্চমানা—দ্রুতবেগে কৃষ্ণের পিছনে ছুটে গিয়ে; **জননী**—মা যশোদা; **বৃহৎ-চলৎ-শ্রোণী-ভর-আক্রান্ত-গতিঃ**—বিশাল নিতম্বভারে মন্থর গতি; **সু-মধ্যমা**—ক্ষীণ কটি; **জবেন**—দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়ার ফলে; **বিস্রংসিত-কেশ-বন্ধনঃ**—কেশবন্ধন আলগা হয়ে যাওয়ার ফলে; **চ্যুত-প্রসূন-অনুগতিঃ**—ফুলগুলি স্খলিত হয়ে তাঁর অনুগমন করছিল; **পরামৃশৎ**—অবশেষে তিনি কৃষ্ণকে ধরে ফেললেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের অনুধাবনকারিণী সুমধ্যমা যশোদাদেবীর গতি তাঁর নিতম্বভারে মন্থর হয়েছিল। দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের পিছনে ধাবিত হওয়ার ফলে তাঁর কবরী শিথিল হওয়ার তা থেকে ফুলগুলি স্খলিত হয়ে তাঁর অনুগমন করছিল। অবশেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধরে ফেলেছিলেন।

তাৎপর্য

যোগীরা কঠোর তপস্যার দ্বারা কৃষ্ণকে ধরতে পারে না, কিন্তু মা যশোদা সমস্ত বাধা সত্ত্বেও অবশেষে, অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে ধরেছিলেন। এটিই যোগী এবং ভক্তের পার্থক্য। যোগীরা কৃষ্ণের দেহনির্গত রশ্মিতে পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না। *যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষু* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪০)। সেই জ্যোতিতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, কিন্তু যোগী এবং জ্ঞানীরা বহু বহু বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেও সেই জ্যোতিতে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু ভক্তরা কেবল

তাঁদের প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণকে বেঁধে রাখেন। মা যশোদা কর্তৃক সেই দৃষ্টান্তটি এখানে দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তাই প্রতিপন্ন করেছেন যে, কেউ যদি তাঁকে ধরতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

(ভগবদ্গীতা ১৮/৫৫)

ভক্তরা কৃষ্ণলোকে পর্যন্ত অনায়াসে প্রবেশ করতে পারেন, কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন যোগী এবং জ্ঞানীরা তাদের ধ্যানের দ্বারা কৃষ্ণের পিছনেই কেবল ছুটতে থাকে। তারা কৃষ্ণের জ্যোতিতে প্রবেশ করলেও অধঃপতিত হয়।

শ্লোক ১১

কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী
কষন্তমঞ্জন্ময়িণী স্বপাণিনা ।
উদ্বীক্ষমাণং ভয়বিহ্বলেক্ষণং
হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ ॥ ১১ ॥

কৃত-আগসম্—অপরাধী; **তম্**—কৃষ্ণকে; **প্ররুদন্তম্**—ক্রন্দন করতে করতে; **অক্ষিণী**—নয়নযুগল; **কষন্তম্**—ঘর্ষণ করে; **অঞ্জৎ-ময়িণী**—তাঁর চোখের কাজল অশ্রুজলে সারা মুখে লেগেছিল; **স্ব-পাণিনা**—তাঁর হাতের দ্বারা; **উদ্বীক্ষমাণম্**—মা যশোদা যাঁকে এইভাবে দর্শন করেছিলেন; **ভয়-বিহ্বল-ঈক্ষণম্**—ভয়ে বিহ্বল নেত্রে; **হস্তে**—হাতের দ্বারা; **গৃহীত্বা**—ধারণ করে; **ভিষয়ন্তি**—মা যশোদা তাঁকে ভয় প্রদর্শন করেছিলেন; **অবাগুরৎ**—এবং মৃদু তিরস্কার করেছিলেন।

অনুবাদ

মা যশোদা তাঁকে ধরে ফেললে, কৃষ্ণ অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁর অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। মা যশোদা তখন দেখলেন যে, কৃষ্ণ ক্রন্দন করতে করতে তাঁর হাত দিয়ে নয়নযুগল ঘর্ষণ করার ফলে, তাঁর সারা মুখে কাজল লেগে গেছে। মা যশোদা তখন তাঁর সুন্দর পুত্রটিকে হাত দিয়ে ধরে মৃদু ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মা যশোদা এবং কৃষ্ণের এই আচরণ থেকে আমরা ভগবানের প্রেমিক ভক্তের অতি উন্নত স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। যোগী, জ্ঞানী, কর্মী এবং বৈদান্তিকেরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে পর্যন্ত আসতে পারে না; তারা অনেক অনেক দূরে থাকে এবং তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় প্রবেশ করার চেষ্টা করে, এবং তাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতারা সর্বদা ধ্যানস্থ হয়ে অথবা সেবার দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন। এমন কি পরম শক্তিমান যমরাজ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে ভয় পান। তাই, অজামিল উপাখ্যানে আমরা দেখেছি যে, যমরাজ তাঁর অনুচরদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন ভক্তদের কাছে পর্যন্ত না যায়, অতএব তাঁদের বন্দী করে যমালয়ে নিয়ে যাওয়ার আর কি কথা। অর্থাৎ, যমরাজও কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তদের ভয় পান। তবুও এই কৃষ্ণ মা যশোদার ওপর এমনইভাবে নির্ভরশীল ছিলেন যে, তিনি যখন কৃষ্ণকে হাতে ছড়ি নিয়ে ভৎর্সনা করেন, তখন কৃষ্ণ নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে এক সাধারণ শিশুর মতো ক্রন্দন করতে থাকেন। মা যশোদা অবশ্য তাঁর প্রিয় পুত্রটিকে অধিক দণ্ডদান করতে চাননি, এবং তাই তিনি তাঁর হাতের ছড়িটি ফেলে দিয়ে কেবল তাঁকে ভৎর্সনা করে বলেছিলেন, "আমি এখন তোমাকে বেঁধে রাখব, যাতে তুমি আর এই রকম দুষ্টুমি না করতে পার, এবং কিছু সময়ের জন্য তুমি তোমার খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলতে পারবে না।" এই ঘটনাটি থেকে পরমতত্ত্বের চিন্ময় প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানী, যোগী এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

শ্লোক ১২

ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা ।
ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্নাতদ্বীর্যকোবিদা ॥ ১২ ॥

ত্যক্ত্বা—ছুঁড়ে ফেলে; **যষ্টিম্**—হাতের ছড়িটি; **সুতম্**—পুত্রকে; **ভীতম্**—তাঁর পুত্রটি অত্যন্ত ভীত হয়েছে বলে বিবেচনা করে; **বিজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **অর্ভক-বৎসলা**—শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত স্নেহময়ী মাতা; **ইয়েষ**—ইচ্ছা করেছিলেন; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **তম্**—কৃষ্ণ; **বদ্ধুম্**—বাঁধতে; **দাম্না**—একটি রজ্জুর দ্বারা; **অ-তৎ-বীর্য-কোবিদা**—(কৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমবশত) পরমেশ্বর ভগবানের প্রভাব না জেনে।

অনুবাদ

মা যশোদা সর্বদাই কৃষ্ণের প্রতি গভীর স্নেহে বিহ্বল থাকতেন, এবং তাই তিনি জানতেন না শ্রীকৃষ্ণ কে এবং তাঁর প্রভাব কি রকম? কৃষ্ণের প্রতি মাতৃস্নেহবশত তিনি কখনও জানার চেষ্টাও করেননি যে, তিনি কে ছিলেন? তাই তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর পুত্রটি অত্যন্ত ভীত হয়েছেন, তখন তিনি তাঁর হাতের ছড়িটি ফেলে দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন, যাতে তিনি আর কোন দুষ্টুমি না করতে পারেন।

তাৎপর্য

মা যশোদা কৃষ্ণকে দণ্ড দেওয়ার জন্য বেঁধে রাখতে চাননি, দুরন্ত বালকটি যাতে ভয়ে বাড়ি থেকে চলে না যায়, সেই জন্য তিনি তাঁকে বেঁধে রাখতে মনস্থ করেছিলেন। কৃষ্ণ বাড়ি থেকে চলে গেলে আর এক উৎপাত হত। তাই পূর্ণস্নেহে, কৃষ্ণকে সেই কার্য থেকে বিরত করার জন্য তিনি তাঁকে একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যখন তাঁর ছড়িটি দেখে ভীত হয়েছেন, তখন তাঁর দই এবং মাখনের পাত্র ভাঙ্গা এবং বানরদের তা বিতরণ করার মতো দুষ্টুমি করা উচিত নয়। মা যশোদা জানতে চাননি কৃষ্ণ কে এবং তাঁর সর্বব্যাপ্ত প্রভাব কি প্রকার। এটিই কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেমের একটি দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ১৩-১৪

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্ ।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ ১৩ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্ ।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ১৪ ॥

ন—না; **চ**—ও; **অন্তঃ**—অন্তর; **ন**—না; **বহিঃ**—বাহ্য; **যস্য**—যাঁর; **ন**—না; **পূর্বম্**—শুরু; **ন**—না; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **অপরম্**—শেষ; **পূর্ব-অপরম্**—শুরু এবং শেষ; **বহিঃ চ অন্তঃ**—বাহ্য এবং অন্তর; **জগতঃ**—সমগ্র জগতের; **যঃ**—যিনি; **জগৎ চ যঃ**—এবং যিনি সমগ্র সৃষ্টির সব কিছু; **তম্**—তাঁকে; **মত্বা**—মনে করে; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্র; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **মর্ত্য-লিঙ্গম্**—একটি মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে; **অধোক্ষজম্**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত; **গোপিকা**—মা যশোদা;

উলূখলে—উদূখলে; **দাম্না**—একটি রজ্জুর দ্বারা; **ববন্ধ**—বেঁধেছিলেন; **প্রাকৃতম্ যথা**—একটি সাধারণ মানব-শিশুর মতো।

অনুবাদ

ভগবানের আদি-অন্ত নেই, বাহ্য-অন্তর নেই, পূর্ব-পশ্চাৎ নেই। অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপ্ত। যেহেতু তিনি কালের নিয়ন্ত্রণাধীন নন, তাই তাঁর কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোন পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে নিত্য বর্তমান। দ্বৈতভাবের অতীত পরমতত্ত্ব হওয়ার ফলে, যদিও তিনি সব কিছুরই কার্য এবং কারণ, তবুও তিনি কার্য এবং কারণের দ্বৈতভাব থেকে মুক্ত। সেই অব্যক্ত পুরুষ, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত, তিনি এখন একটি নরশিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এবং মা যশোদা তাঁকে তাঁর পুত্র বলে মনে করে দড়ি দিয়ে একটি উদূখলে বেঁধে রেখেছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১০/১২) শ্রীকৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম*)। *ব্রহ্ম* শব্দটির অর্থ 'বৃহত্তম'। শ্রীকৃষ্ণ অসীম এবং সর্বব্যাপ্ত হওয়ার ফলে মহত্তম থেকেও মহত্তর। তা হলে সেই সর্বব্যাপককে কিভাবে মাপা যেতে পারে বা বাঁধা যেতে পারে? আবার শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কাল। অতএব তিনি কেবল স্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই সর্বব্যাপ্ত নন, কালের পরিপ্রেক্ষিতেও। কালের পরিমাপ রয়েছে, কিন্তু আমরা যদিও অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দ্বারা সীমিত, কৃষ্ণের পক্ষে তা নয়। প্রতিটি ব্যক্তিকে মাপা যায়, কিন্তু কৃষ্ণ ইতিমধ্যেই দেখিয়েছেন যে, তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হলেও সমগ্র বিশ্ব তাঁর মুখের ভিতর। এই সমস্ত তথ্য বিচার করলে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে কখনও মাপা যায় না। তা হলে মা যশোদা তাঁকে মাপতে এবং বাঁধতে চাইলেন কিভাবে? আমাদের বুঝতে হবে যে, এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল শুদ্ধ প্রেমের চিন্ময় স্তরে। সেটিই ছিল একমাত্র কারণ।

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

(*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৩)

সব কিছুই অদ্বৈত, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর পরম কারণ। বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা কৃষ্ণকে মাপা যায় না বা জানা যায় না (*বেদেষু দুর্লভম্*)। তিনি কেবল তাঁর ভক্তদেরই কাছে সুলভ (*অদুর্লভমাত্মভক্তৌ*)। ভক্তরা তাঁকে সামলাতে পারেন, কারণ তাঁরা প্রেমময়ী সেবার ভিত্তিতে কার্য করেন (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*)। তাই মা যশোদা তাঁকে বাঁধতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

তদ্ দাম বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা ॥ ১৫ ॥

তৎ দাম—সেই বন্ধন রজ্জু; **বধ্যমানস্য**—মা যশোদা যাঁকে বাঁধছিলেন; **স্ব-অর্ভকস্য**—তাঁর পুত্রের; **কৃত-আগসঃ**—যিনি ছিলেন অপরাধী; **দ্বি-অঙ্গুল**—দুই আঙ্গুল পরিমাণ; **ঊনম্**—ছোট, কম; **অভূৎ**—হয়েছিল; **তেন**—সেই রজ্জুর দ্বারা; **সন্দধে**—যুক্ত করেছিলেন; **অন্যৎ চ**—অন্য একটি রজ্জু; **গোপিকা**—মা যশোদা।

অনুবাদ

মা যশোদা যখন অপরাধী বালকটিকে বাঁধার চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, বন্ধন রজ্জুটি দুই অঙ্গুলি পরিমাণ ছোট। তাই তিনি তখন সেই রজ্জুটির সঙ্গে আর একটি রজ্জু যুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

মা যশোদা যখন কৃষ্ণকে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন কৃষ্ণ কর্তৃক মা যশোদাকে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রদর্শনের এটিই প্রথম সূত্রপাত—রজ্জুটি যথেষ্ট দীর্ঘ ছিল না। ভগবান ইতিমধ্যেই পূতনা, শকটাসুর এবং তৃণাবর্তাসুরকে বধ করে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদাকে আর এক প্রকার বিভূতি প্রদর্শন করেছেন। কৃষ্ণ দেখাতে চেয়েছিলেন, "আমি না চাইলে তুমি আমাকে বাঁধতে পারবে না।" এইভাবে মা যশোদা যদিও একটি রজ্জুর সঙ্গে আর একটি রজ্জু যুক্ত করে কৃষ্ণকে বাঁধার চেষ্টা করছিলেন, চরমে তিনি অকৃতকার্য হয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যখন ধরা দিতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি সফল হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণকে ভালবাসা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কৃষ্ণকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কৃষ্ণ যখন কারও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হন, তখন তিনি যা ইচ্ছা

তাই করতে পারেন। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।* ভক্তের সেবার উন্নতি অনুসারে ভগবান ভক্তের কাছে নিজেকে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করেন। *জিহ্বাদৌ*—এই সেবা শুরু হয় জিহ্বা থেকে, কৃষ্ণনাম কীর্তন এবং কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণের দ্বারা।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥
(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৩৪)

শ্লোক ১৬

যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে ।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্ যদাদত্ত বন্ধনম্ ॥ ১৬ ॥

যদা—যখন; **আসীৎ**—হয়েছিল; **তৎ অপি**—অন্য রজ্জু জোড়া দেওয়া সত্ত্বেও; **ন্যূনম্**—ছোট; **তেন**—তখন, দ্বিতীয় রজ্জুটির সঙ্গে; **অন্যৎ অপি**—আর একটি রজ্জু; **সন্দধে**—তিনি যুক্ত করেছিলেন; **তৎ অপি**—তাও; **দ্বি-অঙ্গুলম্**—দুই আঙ্গুল পরিমাণ; **ন্যূনম্**—ছোট; **যৎ যৎ আদত্ত**—এইভাবে একের পর এক যতগুলি রজ্জু তিনি যুক্ত করেছিলেন; **বন্ধনম্**—কৃষ্ণকে বাঁধার জন্য।

অনুবাদ

সেই নতুন রজ্জুটিও দুই আঙ্গুল ছোট হয়েছিল। তখন তার সঙ্গে আর একটি রজ্জু যোগ করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা দুই আঙ্গুল ছোট হয়েছিল। এইভাবে মা যশোদা যত রজ্জু জুড়েছিলেন, সেই সবই দুই আঙ্গুল ছোট হতে লাগল।

শ্লোক ১৭

এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি ।
গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং স্ময়ন্তী বিস্মিতাভবৎ ॥ ১৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ব-গেহ-দামানি**—তাঁর ঘরের সমস্ত দড়ি; **যশোদা**—মা যশোদা; **সন্দধতি অপি**—একের পর এক যুক্ত করা সত্ত্বেও; **গোপীনাম্**—যখন মা যশোদার

সখী অন্যান্য গোপীরা; **সু-স্ময়ন্তীনাম্**—এই আশ্চর্য ঘটনাটি দর্শন করে হাসছিলেন; **স্ময়ন্তী**—মা যশোদাও হাসছিলেন; **বিস্মিতা অভবৎ**—অত্যন্ত বিস্মিতা হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে মা যশোদা তাঁর গৃহের সমস্ত রজ্জু একের পর এক যুক্ত করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কৃষ্ণকে বাঁধতে পারলেন না। মা যশোদার সখী প্রতিবেশিনী গোপীরা সেই মজার ব্যাপারটি দর্শন করে হাসছিলেন। মা যশোদাও পরিশ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও হাসছিলেন। এইভাবে তাঁরা সকলে বিস্মিতা হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত, কারণ কৃষ্ণ ছিলেন একটি ছোট শিশু। অতএব তাঁকে বাঁধতে হলে কেবল একটি দুই ফুট লম্বা দড়ির প্রয়োজন ছিল। গৃহের সমস্ত রজ্জু যুক্ত করার ফলে শত শত ফুট লম্বা একটি দড়ি সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তা দিয়েও তাঁকে বাঁধা যায়নি। সমস্ত দড়ি একত্রে যুক্ত করা সত্ত্বেও সেই দড়িটি ছোট হয়েছিল। স্বভাবতই মা যশোদা এবং তাঁর সখীরা ভেবেছিলেন, "এটি কি করে সম্ভব?" সেই মজার ঘটনাটি দর্শন করে তাঁরা সকলে তখন হাসছিলেন। প্রথম দড়িটি দুই আঙ্গুল ছোট ছিল, দ্বিতীয় দড়িটি তার সঙ্গে যুক্ত করার পরেও দেখা গেল যে, দড়িটি তখনও দুই আঙ্গুল ছোট। সমস্ত দড়ির ন্যূনতা যোগ করলে তার পরিমাপ হত শত শত আঙ্গুল। এটি অবশ্যই এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল। এটি কৃষ্ণের মা এবং তাঁর সখীদের নিকট কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির আর একটি প্রদর্শন।

শ্লোক ১৮

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥ ১৮ ॥

স্ব-মাতুঃ—তাঁর মাতার (কৃষ্ণের মাতা যশোদাদেবীর); **স্বিন্ন-গাত্রায়াঃ**—কৃষ্ণ যখন দেখলেন যে তাঁর মা পরিশ্রান্তা হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছেন; **বিস্রস্ত**—স্খলিত হয়েছে; **কবর**—তাঁর কেশ থেকে; **স্রজঃ**—ফুল; **দৃষ্ট্বা**—তাঁর মায়ের অবস্থা দর্শন করে; **পরিশ্রমম্**—তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্লান্ত হয়েছেন; **কৃষ্ণঃ**—ভগবান; **কৃপয়া**—তাঁর ভক্ত এবং মায়ের প্রতি অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; **আসীৎ**—সম্মত হয়েছিলেন; **স্ব-বন্ধনে**—তাঁকে বাঁধতে।

অনুবাদ

মা যশোদা পরিশ্রান্ত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়েছিলেন, এবং তাঁর কবরীস্থিত মালা স্খলিত হয়েছিল। বালকৃষ্ণ তাঁর মাকে এইভাবে পরিশ্রান্তা দেখে, তাঁর প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে বন্ধনগ্রস্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মা যশোদা এবং অন্যান্য রমণীরা যখন দেখলেন যে, কঙ্কণ এবং মণিরত্নখচিত অলঙ্কারে বিভূষিত কৃষ্ণকে গৃহের সমস্ত রজ্জু দিয়েও বাঁধা যাচ্ছে না, তখন তাঁরা মনে করেছিলেন যে, কৃষ্ণ এতই ভাগ্যবান যে, তাঁকে কোন জড় বস্তু দিয়ে বাঁধা সম্ভব নয়। তার ফলে তখন তাঁরা তাঁকে বাঁধার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কখনও কখনও কৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তের মধ্যে প্রতিযোগিতায়, কৃষ্ণ পরাজয় স্বীকার করেন। তখন কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া সক্রিয় হয়েছিলেন এবং মা যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণ বন্ধনগ্রস্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা ।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥ ১৯ ॥

এবম্—এইভাবে; **সন্দর্শিতা**—প্রদর্শিত হয়েছিল; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অঙ্গ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **হরিণা**—ভগবানের দ্বারা; **ভৃত্য-বশ্যতা**—তাঁর সেবক বা ভৃত্যের বশীভূত হওয়ার গুণ; **স্ব-বশেন**—স্বতন্ত্র; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **যস্য**—যাঁর; **ইদম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **স-ঈশ্বরম্**—শিব, ব্রহ্মা আদি শক্তিশালী দেবতাগণ সহ; **বশে**—নিয়ন্ত্রণাধীন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি মহান দেবতাগণ সহ এই নিখিল বিশ্ব যাঁর বশীভূত, সেই স্বতন্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর ভক্তের বশ্যতা প্রদর্শন করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা বোঝা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু ভক্তরা তা বুঝতে পারেন। তাই বলা হয়েছে, *দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোক আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্* (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১১/৯)

—ভগবান তাই ভক্তের বশ্যতা প্রদর্শন করেন। সেই সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) বলা হয়েছে—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ভগবান তাঁর অংশ পরমাত্মার দ্বারা সমস্ত দেবতাগণ সহ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন; তবুও তিনি তাঁর ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করেন। *উপনিষদে* বলা হয়েছে যে, ভগবান মনের থেকেও দ্রুতবেগে গমন করতে পারেন, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, তিনি ধরা পড়তে না চাইলেও মা যশোদা তাঁকে ধরে ফেলেছেন। এইভাবে তিনি তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এবং মা যশোদা তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন। *লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্*—কৃষ্ণ শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীদের দ্বারা সেবিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এক দারিদ্র্যগ্রস্ত বালকের মতো মাখন চুরি করেন। সমস্ত জীবের দণ্ডবিধান-কর্তা যমরাজ কৃষ্ণকে ভয় পান, অথচ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মায়ের হাতে ছড়ি দেখে ভয় পাচ্ছেন। অভক্তরা কখনও এই সমস্ত বিরোধের মর্ম বুঝতে পারে না, কিন্তু ভক্তরা বুঝতে পারেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি কত শক্তিশালী—তা এতই শক্তিশালী যে, কৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর অনন্য ভক্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। এই *ভৃত্যবশ্যতার* অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর ভৃত্যের নিয়ন্ত্রণাধীন; পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর ভৃত্যের শুদ্ধ প্রেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। *ভগবদ্গীতায়* (১/২১) বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন। অর্জুন তাঁকে আদেশ করেছিলেন, *সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত*—"হে কৃষ্ণ! তুমি আমার রথের সারথি হয়ে আমার আদেশ পালন করতে সম্মত হয়েছ। দয়া করে আমার রথটি এখন দুই পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে স্থাপন কর।" কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই আদেশ পালন করেছিলেন। তাই, কেউ তর্ক উত্থাপন করতে পারে যে, তা হলে কৃষ্ণ স্বতন্ত্র নন। কিন্তু সেটি হচ্ছে মানুষের অজ্ঞান। কৃষ্ণ সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; তিনি যখন তাঁর ভক্তের বশীভূত হন, তখন তা আনন্দ চিন্ময় রসের প্রদর্শন, যা তাঁর চিন্ময় আনন্দ বর্ধন করে। সকলেই ভগবানরূপে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, এবং তাই তিনি কখনও কখনও অন্য কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বাসনা করেন। শুদ্ধ ভক্ত ব্যতীত অন্য কেউ এই প্রকার নিয়ন্ত্রণকারী হতে পারে না।

শ্লোক ২০

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ২০ ॥

ন—না; **ইমম্**—এই উচ্চ পদ; **বিরিঞ্চঃ**—ব্রহ্মা; **ন**—না; **ভবঃ**—শিব; **ন**—না; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **অঙ্গ-সংশ্রয়া**—ভগবানের অর্ধাঙ্গিনী হওয়া সত্ত্বেও; **প্রসাদম্**—অনুগ্রহ; **লেভিরে**—লাভ করেছিলেন; **গোপী**—মা যশোদা; **যৎ তৎ**—সেই প্রকার; **প্রাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **বিমুক্তিদাৎ**—এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে।

অনুবাদ

মা যশোদা জগতের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন, সেই প্রকার অনুগ্রহ ব্রহ্মা, মহেশ্বর এমন কি ভগবানের অর্ধাঙ্গ বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও প্রাপ্ত হননি।

তাৎপর্য

এখানে ভগবানের অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে মা যশোদার তুলনা করা হয়েছে। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* (আদিলীলা ৫/১৪২) উল্লেখ করা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য*—কেবল শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর এবং অন্য সকলে তাঁর ভৃত্য। কৃষ্ণের একটি চিন্ময় গুণ হচ্ছে *ভৃত্যবশ্যতা*; অর্থাৎ, তাঁর ভৃত্যের বশীভূত হওয়া। যদিও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য এবং *ভৃত্যবশ্যতা* শ্রীকৃষ্ণের একটি গুণ, তবুও মা যশোদার পদ সর্বোচ্চ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য এবং তিনি *আদিকবি* অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি স্রষ্টা (*তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*)। তা সত্ত্বেও, তিনিও মা যশোদার মতো কৃপা প্রাপ্ত হননি। শিব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব (*বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ*)। ব্রহ্মা এবং শিবের কি কথা, ভগবানের নিত্যসঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত এই প্রকার কৃপা প্রাপ্ত হননি। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলেন, "মা যশোদা এবং নন্দ মহারাজ তাঁদের পূর্বজন্মে কি করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা ভগবানের স্নেহশীল পিতা-মাতা হওয়ার মহাসৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন?"

এই শ্লোকে *ন* শব্দটি তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে। যখন কোন কিছু তিনবার বলা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাই *ন লেভিরে, ন লেভিরে, ন লেভিরে* তিনবার

বলা হয়েছে। যদিও অন্যের পক্ষে তা লাভ করা সম্ভব নয়, তবুও মা যশোদা সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাই কৃষ্ণ পূর্ণরূপে তাঁর বশীভূত ছিলেন।

বিমুক্তিদাৎ শব্দটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকার মুক্তি রয়েছে, যেমন—সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি এবং সামীপ্য, কিন্তু *বিমুক্তি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'বিশেষ মুক্তি'। মুক্তির পর কেউ যখন প্রেমভক্তির স্তর প্রাপ্ত হন, তখন তাঁকে বলা হয় *বিমুক্তি* বা 'বিশেষ মুক্তি'। তাই *ন* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেমের সেই অতি উচ্চ পদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *প্রেমা পুমার্থো মহান্* বলে বর্ণনা করেছেন, এবং মা যশোদা স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রেমভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ ভক্ত, অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তি বা আনন্দ আস্বাদনকারিণী শক্তির বিস্তার (*আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ*)। এই প্রকার ভক্তরা সাধনসিদ্ধ ভক্ত নন।

শ্লোক ২১

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২১ ॥

ন—না; **অয়ম্**—এই; **সুখ-আপঃ**—অনায়াস লব্ধ, অথবা সুখদায়ক বস্তু; **ভগবান্**—ভগবান; **দেহিনাম্**—দেহাভিমানী ব্যক্তিদের, বিশেষ করে কর্মীদের; **গোপিকা-সুতঃ**—মা যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ (বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণকে বলা হয় বাসুদেব, এবং মা যশোদার পুত্ররূপে তিনি কৃষ্ণ); **জ্ঞানিনাম্ চ**—ভববন্ধন থেকে মুক্তি হওয়ার প্রয়াসী জ্ঞানীদের; **আত্ম-ভূতানাম্**—আত্মদর্শী যোগীদের; **যথা**—যেমন; **ভক্তি-মতাম্**—ভক্তদের; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তদের পক্ষে যে রকম সুলভ, মনোধর্মী জ্ঞানী, আত্ম-উপলব্ধির প্রয়াসী তাপস অথবা দেহাত্মবুদ্ধি পরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে তেমন সুলভ নন।

তাৎপর্য

যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের পক্ষে সুলভ, কিন্তু তপস্বী, যোগী, জ্ঞানী এবং অন্য দেহাভিমানী ব্যক্তিদের পক্ষে তেমন নন। যদিও কখন কখন তাঁদের

শান্ত ভক্ত বলা হয়, তবুও ভক্তি শুরু হয় দাস্যরস থেকে। *ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

"যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণপূর্বক, প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাকে সেইভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ, সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথের অনুসরণ করে।" সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করছেন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা। সকলেই তার দেহকে ভালবাসে এবং তা রক্ষা করতে চায়, কারণ আত্মারূপে সে দেহের মধ্যে রয়েছে, এবং সকলেই আত্মাকে ভালবাসে, কারণ আত্মা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ। তাই সকলেই প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার সঙ্গে তার সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার দ্বারা আনন্দের অন্বেষণ করছে। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—"সমস্ত বেদের দ্বারা আমি কেবল জ্ঞাতব্য।" তাই কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এবং সাধু ব্যক্তিরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করছেন। কিন্তু যে সমস্ত ভক্তরা কৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক যুক্ত, বিশেষ করে বৃন্দাবনবাসীরা, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি*—শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণিকের জন্যও বৃন্দাবন থেকে অন্য কোথায়ও যান না। বৃন্দাবনবাসী মা যশোদা, কৃষ্ণের সখা এবং কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজযুবতীরা, যাঁদের সঙ্গে তিনি রাসনৃত্য বিলাস করেন, তাঁদের সকলেরই কৃষ্ণের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে, এবং কেউ যদি সেই সমস্ত ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। যদিও কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ অংশরা সর্বদাই কৃষ্ণের সঙ্গে থাকেন, তবুও সাধনভক্তি পরায়ণ ভক্তরা যদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে তাঁরাও সাধনসিদ্ধ হয়ে অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হতে পারেন। কিন্তু এমন অনেকে রয়েছে, যারা দেহাত্মবুদ্ধিতে লিপ্ত। যেমন, ব্রহ্মা এবং শিব অত্যন্ত মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত, এবং তার ফলে তাঁদের ঈশ্বর ভাব রয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যেহেতু ব্রহ্মা এবং শিব হচ্ছেন গুণাবতার এবং অত্যন্ত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, তাই তাঁদের কৃষ্ণের তুল্য হওয়ার স্বল্প প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু বৃন্দাবনবাসী শুদ্ধ ভক্তদের দেহাত্মবুদ্ধির লেশমাত্র নেই। তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নির্মল ভগবৎ-প্রেমে ভগবানের সেবায় যুক্ত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, *প্রেমা পুমার্থো মহান্*—জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে *প্রেমা*—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম। মা যশোদা এই সিদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ২২

কৃষ্ণস্তু গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং মাতরি প্রভুঃ ।
অদ্রাক্ষীদর্জুনৌ পূর্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ তু—ইতিমধ্যে; **গৃহ-কৃত্যেষু**—গৃহকার্যে যুক্ত; **ব্যগ্রায়াম্**—অত্যন্ত ব্যস্ত; **মাতরি**—যখন তাঁর মা; **প্রভুঃ**—ভগবান; **অদ্রাক্ষীৎ**—দেখেছিলেন; **অর্জুনৌ**—যমলার্জুন বৃক্ষ; **পূর্বম্**—তাঁর সামনে; **গুহ্যকৌ**—পূর্ব কল্পে যাঁরা দেবতা ছিলেন; **ধনদ-আত্মজৌ**—দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের পুত্র।

অনুবাদ

মা যশোদা যখন গৃহকার্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জুন বৃক্ষ দুটি দর্শন করেছিলেন, যাঁরা পূর্ব কল্পে দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের পুত্র ছিলেন।

শ্লোক ২৩

পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ ।
নলকূবরমণিগ্রীবাবিতি খ্যাতৌ শ্রিয়ান্বিতৌ ॥ ২৩ ॥

পুরা—পূর্বে; **নারদ-শাপেন**—নারদ মুনির অভিশাপে; **বৃক্ষতাম্**—বৃক্ষরূপ; **প্রাপিতৌ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **মদাৎ**—গর্বের ফলে; **নলকূবর**—তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নলকূবর; **মণিগ্রীবৌ**—এবং অন্যজন ছিলেন মণিগ্রীব; **ইতি**—এইভাবে; **খ্যাতৌ**—বিখ্যাত; **শ্রিয়া অন্বিতৌ**—অত্যন্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত।

অনুবাদ

পূর্বজন্মে নলকূবর এবং মণিগ্রীব নামে বিখ্যাত পুত্র দুজন অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী এবং সৌভাগ্যবান ছিলেন। কিন্তু গর্ব এবং অহঙ্কারের ফলে তাঁরা নারদ মুনির অভিশাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'মা যশোদার রজ্জুর দ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।